দৈনিক বাংলা • 025

তারিখ 25 JUN 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল

প্রাথমিক শিক্ষকদের জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়ানো এবং প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের ধরে রাখার লক্ষ্যে সরকার ছয় শ' বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের জন্য ৫১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই অর্থ দিয়ে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অনুদান এবং এসব স্কুলের উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এই মঞ্জুরী একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষা জীবনের ভিত্তি, সে কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে সরকার বহন করেন। প্রাথমিক শিক্ষকরাও সরকারী কর্মচারীতে পরিগণিত হয়েছেন। তবে এখনও দেশের বহু এলাকা আছে, যেখানে সরকারী প্রাথমিক স্কুল নেই। সেসব এলাকায় প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেই সরকার বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সময়ে সময়ে এসব স্কুলের জন্য মঞ্জুরী দেন। এই স্কুলের মধ্য থেকে কোনো কোনো স্কুলকে পর্যায়ক্রমে সরকারীও করে নেয়া হয়।

কিন্তু সংকট আছে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের। তুলনামূলকভাবে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকা সত্ত্বেও বহু বালক-বালিকা শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডী না পেরিয়েই পড়ালেখায় ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়। সেখানে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা আরও খারাপ। এখানে শিক্ষকদের বেতনও নামমাত্র। তারা ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখার জন্য বই-খাতা-পোশাকের যোগান দিতে পারেন না। তাদের অবকাঠামো আয়োজনও সীমিত। সে প্রেক্ষিতে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের জন্য এই মঞ্জুরী বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই অর্থের অপচয় যাতে না হয়, যাতে প্রকৃতপক্ষে অভাবী স্কুল বঞ্চিত না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তা হলেই কেবল এই মঞ্জুরী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সরকারী অভিপ্রায় বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।